দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ 29 OCT 2017 পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

শাবিতে নকল থিসিসে নম্বর দিতে শিক্ষিকাকে চাপ

জিয়াউল ইসলাম, শাবি ● শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগে থিসিস জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। থিসিস পেপারের তাত্ত্বিক আলোচনার অধিকাংশ নকল হওয়া সত্ত্বেও 'পছন্দের ছাত্রীকে' বেশি নম্বর প্রদান করতে অধ্যাপক দিলারা রহমানকে ভীতি প্রদর্শন ও চাপ প্রয়োগের অভিযোগ উঠেছে সুপারভাইজার অধ্যাপক এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৩

শাবিতে নকল থিসিসে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ড. এস.এম. হাসান জাকিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় নিজেকে মানসিক চাপে বিপর্যস্ত উল্লেখ করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর চিঠি দিয়েছেন অধ্যাপক দিলারা রহমান। বিভাগীয় সূত্রে জানা যায়, বিভাগের সবচেয়ে সিনিয়র শিক্ষকের অধীনে থিসিস করার নিয়ম থাকলেও ছাত্রীকে 'বিশেষ সুবিধা' দিতে নিয়ম লঙ্ঘন করে নিজের অধীনে থিসিস করান ড. জাকিরুল। পরবর্তী সময় থিসিস ডিফেন্সের সময় নিজের ইচ্ছেমতো এক্সপার্ট পছন্দ করেন। এ ছাড়া 'অশুভ উদ্দেশ্যে' তৎকালীন উপাচার্য আমিনুল হক ভূইয়াকে থিসিস প্রেজেন্টেশনে নিয়ে আসার চেষ্টা করলে সন্দেহ করেন বিভাগের কয়েকজন শিক্ষক।

এদিকে রিসার্চ মেথডলজিতে বেশ কিছু অসঙ্গতি ও প্লেজারিজম থাকা সত্ত্বেও ওই ছাত্রীকে সর্বোচ্চ গ্রেডে পাস করাতে ড. জাকিরুল তৎপরতা চালান বলে বিভাগের একাধিক সূত্রে জানা যায়। এ ছাড়া প্রদেয় নম্বর কেটে টেবুলেশনশিটে তা বাড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেন তিনি। কাজটি অনৈতিক হবে বলে জানালেও তিনি অব্যাহত চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। একপর্যায়ে ফল ভালো না হলে ওই ছাত্রী আত্মহত্যা করতে পারেন বলে তিনি অধ্যাপক দিলারাকে ভীতি প্রদর্শন করেন। অধ্যাপক দিলারা কর্তৃক প্রেরিত চিঠি থেকে জানা যায়, ফল মনঃপূত না হওয়ায় টেবুলেশনশিট একাধিকবার প্রেরণ করলেও তাতে স্বাক্ষর করেননি ড. জাকিরুল। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পরীক্ষা কমিটির অনুরোধে থিসিস পুনর্মূল্যায়ন করতে গিয়ে টার্নিটিন সফটওয়্যারে পেপার স্ক্যান করলে দেখা যায়, তাত্ত্বিক আলোচনার প্রথম তিনটি অধ্যায়ের ৫৮ ভাগ বিভিন্ন সোর্স থেকে হুবহু নকল করা হয়েছে। নকলের বিষয়টি থিসিস সুপারভাইজারকে জানালে তিনি তা হেসে উড়িয়ে দেন। কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষক জানান, প্লেজারিজমের বিষয়টি সত্য হলে এর দায়দায়িত্ব থিসিস সুপারভাইজারকে নিতে হবে। আর সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটির মাধ্যমে ঘটনাটি মূল রহস্য উদ্ঘাটন করে দোষীদের অবশ্যই শাস্তির সম্মুখীন করতে হবে। অভিযোগ অস্বীকার করে অধ্যাপক ড. হাসান জাকিরুল বলেন, আমাকে চিঠির কোনো কপি দেওয়া হয়নি, তাই এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারছি না। অধ্যাপক দিলারা রহমান জানান, পরীক্ষা সংক্রান্ত একটি বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আমি জানিয়েছি, আশা করি [illegible] নেবেন।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. মুজিবুর রহমান দৈনিক আমাদের সময়কে চিঠি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, 'সমস্যা সমাধানে নির্দেশনা চেয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি দিয়েছি।'